ইসরায়েলি গণহত্যার প্রতিবাদে চুয়াডাঙ্গায় বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন

চুয়াডাঙ্গায় ইসরায়েলি আগ্রাসন ও গণহত্যার প্রতিবাদে, ফিলিস্তিনের সার্বভৌমত্ব ও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতির পক্ষে এবং সমর্থনে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেছে চুয়াডাঙ্গার সর্বস্তরের মানুষ।

সোমবার সকাল ১১টার দিকে চুয়াডাঙ্গা বড় বাজারের শহীদ হাসান চত্বর থেকে একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন শুরু হয়। মিছিলটি বড় বাজার থেকে পৌরসভা মোড় ঘুরে সরকারি কলেজের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারীরা ইসরায়েলের ধ্বংস কামনা করে ও নিন্দা জানিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দেন এবং ইসরায়েলি সব পণ্য বয়কট করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন শেষে ফিলিস্তিনের পক্ষে এবং ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক আসলাম হোসেন, সদস্য সচিব সাফফাতুল ইসলাম, যুগ্ম সদস্য সচিব রনি বিশ্বাস, মুখ্য সংগঠক সজিবুল ইসলাম, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ শাখার আহ্বায়ক ফয়সাল ইকবাল, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার প্রতিনিধি এস এম ফাহিম, ইন্তিফাদা ফাউন্ডেশন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রতিনিধি সাফায়েত আদনান, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার আহ্বায়ক রাকিবুল ইসলাম, সদস্য সচিব ফাহিম উদ্দীন, মুখ্য সংগঠক আকাশ, মুখপাত্র আনজুম হাবিবা,এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাধারণ শিক্ষার্থী ও বিভিন্ন পেশার মানুষ।

চুয়াডাঙ্গায় যানজট নিরসনে ট্রাফিক পুলিশের পাশে রোভার স্কাউট

চুয়াডাঙ্গায় যানজট নিরসন ও সাধারণ মানুষের ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন করতে ট্রাফিক পুলিশের পাশাপাশি কাজ করছে রোভার স্কাউটের সদস্যরা। সোমবার সকাল থেকে দিনব্যাপী এ কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ।

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষে ঘরমুখো মানুষের চাপে চুয়াডাঙ্গা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়কে যানজট বেড়ে গেছে। চুয়াডাঙ্গা বড় বাজার, কোর্ট মোড় ও একাডেমি মোড়সহ বিভিন্ন স্থানে যানজটে নাকাল জনসাধারণ। জেলা ও জেলার বাইরে থেকে আগত ইজিবাইক, চার্জার ভ্যানসহ বিভিন্ন ছোট যানবাহনের কারণে যানজট আরও প্রকট হয়ে উঠেছে। যানজট নিরসনে ট্রাফিক পুলিশের পাশাপাশি রোভার স্কাউটের সদস্যরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের সিনিয়র রোভার মেট আল মুতাকাব্বির সাকিব বলেন, “যানজট জনজীবনের জন্য বড় সমস্যা। ঈদের আগে চুয়াডাঙ্গার কিছু গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় যানজট প্রকট আকার ধারণ করে। সাধারণ মানুষের ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন করতে আমরা কাজ করছি। চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের গ্রুপ সম্পাদক জাহিদুল হাসান স্যারের নির্দেশনায় আমাদের এই কার্যক্রম চলছে।”

তিনি আরও জানান, ২৫ রমজান থেকে ঈদের আগের দিন পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনে যাত্রীদের সেবা ও নিরাপত্তা রক্ষায় রোভার স্কাউট সদস্যরা দায়িত্ব পালন করবেন।

এই কার্যক্রমে অংশ নেওয়া রোভার স্কাউট সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাদ হাকিম, সালমান ফার্সি, সৌরভ হোসেন, কামাল হোসেন, মাহিন বিল্লা, রাব্বি, ইকবাল, নাফিজ, সাইদুর, মুজাহিদ, রাজসহ আরও অনেকে। এছাড়া গার্ল ইন রোভার সদস্যরাও এ কার্যক্রমে অংশ নিয়েছেন।

চুয়াডাঙ্গায় মহান স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজের প্রস্তুতি মহড়া

চুয়াডাঙ্গায় মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক কুচকাওয়াজের মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল নয়টার সময় চুয়াডাঙ্গা পুরাতন স্টেডিয়ামে এই কুচকাওয়াজের মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। প্রস্তুতি মূলক কুচকাওয়াজ মহড়ায় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের বিজ্ঞ সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও নেজারত ডেপুটি কালেক্টর (এনডিসি) সাইফুল ইসলাম সাইফ।

প্রস্তুতিমূলক কুচকাওয়াজ মহড়ায় মার্চ পাস্ট করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ, আনসার ভিডিবি, বিএনসিসি, রোভার স্কাউট, গার্লস গাইডস সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার নাঈম আব্দুল্লাহ, সহকারী কমিশনার শহিদুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার ফাহাদ চৌধুরী।

আগামী ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা পুরাতন স্টেডিয়ামে জেলা প্রশাসনের আয়োজন কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে অনুষ্ঠিত হবে। কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার সহ জেলার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও কর্মকর্তা বৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গায় নামাজরত অবস্থায় ছেলের হাতে পিতা খুন

চুয়াডাঙ্গা সদরে ছেলের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে পিতার মৃত্যু হয়েছে। নিহতের মরদেহ সদর হাসপাতাল মর্গে রাখা আছে। অভিযুক্ত পুত্রকে আটক করেছে পুলিশ। আজ শনিবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার পলাশপাড়ায় নিজ বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত দোদুল হোসেন (৫৩) চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার পলাশপাড়ার মৃত কাজী আফাজ উদ্দিনের ছেলে ও ইতালি প্রবাসী ছিলেন ।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ খালেদুজ্জামান খালেদুর রহমান জানান, দোদুল হোসেন তার পুত্রকে মোবাইল ফোনে গেম খেলতে নিষেধ করেন। ছেলে রিফাত এর কাছ থেকে পিতা তার মোবাইল ফোনটি কেড়ে নেয়।

এতে রিফাত ক্ষিপ্ত হয়ে পিতা নামাজে দাঁড়ানো অবস্থায় পিছন দিক থেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেয়। পুরুষ সার্জারি ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

তিনি আরো জানান, অভিযুক্ত ছেলে রিফাতকে পুলিশ আটক করেছে। এখনো পর্যন্ত কোন মামলা হয়নি। লাশ সদর হাসপাতাল মর্গে রাখা আছে। ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

সদর হাসপাতালে জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. তারেক জুনায়েত বলেন, আহত ব্যক্তির শরীরে চিহ্ন ছিল। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

চুয়াডাঙ্গায় ভালো কাজের

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গালিব হাসানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

কেরু অ্যান্ড কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক রাব্বিক হাসান বলেন, “কেরুজ ক্লাবের পাশে লাল কসটেপ দিয়ে মোড়ানো একটি বোমা সাদৃশ্য বস্তু পাওয়া গেছে। তবে এটি সত্যিকারের বোমা কিনা, তা বোম্ব ডিসপোজাল টিম পরীক্ষা করে নিশ্চিত করবে।”

ঘটনাটি নিয়ে কেরুজ চিনিকলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যেও আতঙ্ক বিরাজ করছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

গাড়ল পালন করে জিরো থেকে হিরো চুয়াডাঙ্গার তোতা মিয়া

গাড়ল পালন করে জিরো থেকে হিরো হয়েছেন চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা নাস্তিপুর গ্রামের তোতা মিয়া। মাত্র ১ গাড়ল দিয়ে শুরু করে এখন প্রায় ৭০ টি গাড়লের মালিক হয়েছেন।

তোতা মিয়া বলেন, আমার ছেলে ১ টি গাড়ল কিছু দিন লালন পালনের পর বিক্রি করে দিতে চাইলে আমি তা রেখে দিই। কিছুদিন পর আমি আরও একটি গাড়ল সংগ্রহ করে জোড়া করার পর, আল্লাহর রহমতে এখন আমার প্রায় ৭০ টি গাড়ল হয়েছে । আমি ১৫ বছর ধরে গাড়ল পালন করছি। আমি এখন পর্যন্ত মোট ৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার গাড়ল বিক্রি করছি এবং আরো ৭০ টি মতো গাড়ল আছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন।

রোগ সম্পর্কে তোতা মিয়া বলেন গাড়লের জ্বর, ঠান্ডা, কৃমিসহ কয়েকটি রোগ হয়। সেক্ষেত্রে সঠিকভাবে ডাক্তারের মাধ্যমে ওষুধ খাওয়ালে ঠিক হয়ে যায়।

গাড়লের পরিচর্যা সম্পর্কে বলেন, আমি প্রতিদিন সকালে ৯ টার সময় মাঠে এসে চারানো শুরু করি এবং বিকাল ৫ টায় বাসায় নিয়ে চলে যাই । মাঠে উন্মুক্ত স্থানে চরানোর কারণে সবুজ ঘাস খেতে পারছে। ঘুরে

ঘুরে সবুজ ঘাস খাওয়ার কারণে গাড়ল সুস্থ থাকার পাশাপাশি আমার খাবার খরচ লাগছে না । খাবার খরচ না থাকায় আমার পুরোটাই লাভ হচ্ছে।

গাড়ল নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি আছে জানতে চাইলে তোতা মিয়া জানায় আল্লাহ আমাকে যতদিন বাঁচিয়ে রাখবে ততদিন আমি এভাবেই গাড়ল পালন করে যাব। তিনি আরও বলেন আপনারা যারা গাড়ল পালন করবেন, একটু দেখাশোনা করলেই এখান থেকে আপনারা সফলতা পাবেন ইনশাআল্লাহ ।

চুয়াডাঙ্গায় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ক্যাশিয়ারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের মাধ্যমে কোটি টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগ উঠেছে চুয়াডাঙ্গা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের ক্যাশিয়ার উজ্জল বড়ুয়ার বিরুদ্ধে।

ফলে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী বরাবর লিখিত আবেদন করেন কক্সবাজার জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী মো. মোস্তাফিজুর রহমান। ২০১৭ সালে কক্সবাজার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর কার্যালয়ে যোগদান করেন উজ্জ্বল বড়ুয়া। এ সময় তিনি বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন তিনি।

প্রধান প্রকৌশলী বরাবর লিখিত আবেদনে উল্লেখ করা হয়, চুয়াডাঙ্গা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল কার্যালয়ের ক্যাশিয়ার উজ্জল বড়ুয়া ২০১৭ সালে কক্সবাজার জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলীর কার্যালয়ে অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার অপারেটর হিসেবে যোগদান করেন। যোগদানের পর থেকেই বিভিন্ন দুর্নীতি ও অপকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন তিনি।

কক্সবাজার জেলা শ্রমিক লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক উজ্জল বড়ুয়া

সাধারণ জনগণ। তদন্ত করে তার এসব দুর্নীতির বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান তারা।

এ বিষয়ে উজ্জল বড়ুয়ার মোবাইলে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি রিসিভ করেননি। ফলে তার বক্তব্য নেয়া সম্ভব হয়নি।

চুয়াডাঙ্গায় ড্রিম জাপান প্রতিষ্ঠানের শীর্ষক সেমিনার

চুয়াডাঙ্গায় জাপানে উচ্চ শিক্ষা চাকুরি এবং স্থায়ী বসবাসের সুযোগে শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকাল ১১ টায় চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সেমিনার রুমে ড্রিম জাপান স্টুডেন্ট কনসালটেন্সি আয়োজনে জাপানে উচ্চ শিক্ষা সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

শীর্ষক সেমিনারের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন হাফেজ রিয়াজুর রহমান রিদয়।এই শীর্ষক সেমিনারটি ড্রিম জাপান স্টুডেন্ট কনসালটেন্সি এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে জাপানে উচ্চ শিক্ষা চাকুরি এবং স্থায়ী বসবাসের সুযোগের সুবিধা এবং চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

শীর্ষক সেমিনারে স্বাগত বক্তব্যে ড্রিম জাপান স্টুডেন্ট কনসালটেন্সি এর স্বত্বাধিকারী মুন্সি বিপ্লব বলেন,জাপানে অনেকের পড়ালেখা বা চাকরির সুযোগ এবং স্থায়ী বসবাসের সুযোগ থাকলেও বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। অনেকের মেধা এবং যোগ্যতা থাকা সত্বেও সঠিক মাধ্যমে না জানার কারণে আমরা এগিয়ে যেতে পারি না।ড্রিম জাপান স্টুডেন্ট কনসালটেন্সি প্রতিষ্ঠান সেই সকল মানুষদের জন্য সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে। এ সকল প্রক্রিয়া কিভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে সেটির দিকনির্দেশনা আমরা ড্রিম জাপান প্রতিষ্ঠানের সকল কোর্সের মাধ্যমে দিব।

শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জামায়াত ইসলামের আমির ও কেন্দ্রীয় সুরা সদস্য রুহুল আমিন। এ

সময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, আমরা যে কাজ বা কর্মে যুক্ত থাকি না কেন সেটি হতে হবে হালাল। হালাল পথে উপার্জনকারী কে আল্লাহ পছন্দ করেন। যার মেধা আছে দক্ষতা আছে সেগুলো সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে হবে। সর্বত্র আমাদের আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী হতে হবে। সৎ এবং সত্যের পথে থেকে জীবন পরিচালনা করতে হবে। এ সময় তিনি ড্রিম জাপানের স্বত্বিকারীকে চুয়াডাঙ্গার মানুষের জন্য কাজ করাই ধন্যবাদ দেন এবং ড্রিম জাপানের সফলতা কামনা করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে অনলাইনে যুক্ত হন জাপানের ইন্টারন্যাশনাল বুদো ইউনিভার্সিটির প্রফেসর আকিকো কুদো। গ্রান্ড ওপেনিং এর সকল উপস্থিতিদের তিনি স্বাগত জানান এবং জাপানের এই কোর্সের সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন তিনি।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের ইংরেজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর খন্দকার রোকনুজ্জামান, জীবননগর ডিগ্রি কলেজের প্রফেসর সাইফুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা ডিগ্রি কলেজের প্রফেসর আব্দুল মালক,চুয়াডাঙ্গা আলিয়া মাদরাসার প্রভাষক আবু জায়েদ আনসারি সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষার্থী ও ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

১৬ বছর পর পিলখানা মামলার আসামি তৌহিদ ও শাকিল ফিরলেন বাড়ি

আলোচিত পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় দীর্ঘ ১৬ বছর কারাভোগের পর চুয়াডাঙ্গার দর্শনার দুই বিডিআর সদস্য তৌহিদ হোসেন ফকির ও শাকিল নিজ নিজ বাড়িতে ফিরেছেন।

দর্শনা থানার পারকষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের বড়বলদিয়া বাজারপাড়ার আব্দুস সালাম ফকিরের ছেলে তৌহিদ হোসেন ফকির এবং দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের সুবুলপুর গ্রামের শুকুর আলীর ছেলে শাকিল গত ২৩ জানুয়ারি জামিন পেলেও দুদিন পর ২৫ জানুয়ারি

(শনিবার) বাড়ি ফেরেন।

২০০৬ সালে আর্থিক স্বচ্ছলতা ফেরাতে বিডিআরে যোগ দিয়েছিলেন তৌহিদ। কিন্তু ২০০৯ সালের পিলখানা হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তিনি ও শাকিল আসামি হয়ে চাকরিচ্যুত হন এবং কারাগারে পাঠানো হয়। তৌহিদ জানান, ঘটনার সময় তিনি ব্যারাকেই ছিলেন, তবুও তাকে আসামি করা হয়।

দীর্ঘ ১৬ বছর পর তৌহিদ ও শাকিল বাড়ি ফিরলে তাদের দেখতে ভিড় জমায় স্থানীয়রা। পরিবারের সদস্যরা আবেগাপ্লুত হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। তৌহিদের বাবা-মা বলেন, “আমাদের সন্তানকে ফিরে পেয়েছি, এটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া। তবে তাদের সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে। আমরা মামলা প্রত্যাহার ও ক্ষতিপূরণের দাবি জানাই।”

তৌহিদের স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেছেন, আর শাকিল এখনো অবিবাহিত। তিনি বলেন, “ছুটিতে এসে বিয়ে করার কথা ছিল, কিন্তু ভাগ্য সহায় হয়নি।”

বিডিআর তৌহিদ বলেন, “পিলখানার ঘটনার সময় ব্যারাকে থাকলেও আমাকে আসামি করা হয় এবং চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হয়। আমি চাকরি পুনর্বহাল, মামলা থেকে অব্যাহতি ও ১৬ বছরের পাওনা প্রদানের দাবি জানাই।”

তিনি আরও বলেন, “আমি বাংলাদেশ বিডিআরের হয়ে বক্সিংয়ে স্বর্ণপদক ও বাংলাদেশ অলিম্পিক গেমসে ব্রোঞ্জপদক অর্জন করেছি। তিন বছরের চাকরিজীবনে আমি ল্যান্স নায়েক পদে পদোন্নতি পেয়েছিলাম।”

বিডিআর শাকিল বলেন, “ছাত্র আন্দোলনের কারণে আমরা মুক্তি পেয়েছি, তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। পাশাপাশি সরকার যেন আমাদের চাকরি পুনর্বহাল করে এবং ন্যায়বিচার দেয়, সেটাই আমাদের প্রত্যাশা।”